উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নিউজ@9

Find us on https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

৫ শ্রাবণ ১৪২৮ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 22 July 2021 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

SLG + JAL

শহিদ দিবসে পাল্টা শ্রদ্ধাঞ্জলি

›› আটের পাতায়

একনজরে

উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ আজ

বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটেয় উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হবে। শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে পরীক্ষার্থীরা মার্কশিট ও শংসাপত্র সংগ্রহ করতে পারবে নিজের নিজের স্কুল থেকে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা থেকে www.wbresults.nic.in / www.exametc.com / www.results.sikhsha, www.westbengal.siksha ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখা যাবে। এসএমএসের মাধ্যমেও ফলাফল জানা যাবে। মোবাইলে wb লিখে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে ৫৪২৪২/৫৬২৩৬/৫৮৮৮৮ নম্বরে এসএমএস পাঠালে ফলাফল মোবাইলে চলে আসবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অ্যাপেও ফলাফল জানা যাবে। করোনার কারণে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল হয়েছিল। দশমA, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির অন্তর্বর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে এই ফলাফল চূড়ান্ত হবে। পরীক্ষার্থী এই মূল্যায়নে খুশি না হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সংসদ তাদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

জলপাইগুড়িতে ভিআরডিএল

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের উপর চাপ কমাতে জলপাইগুড়িতে আরও একটি ভিআরডিএল তৈরিতে তৎপর স্বাস্থ্য দপ্তর। জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে বুধবার থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ভিআরডিএল চালু হল। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আইসিএমআরের সবুজ সংকেত মিললেই এই ভিআরডিএল পুরোদমে চালু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ওএসডি সুশান্ত রায়।

›› বিস্তারিত তিনের পাতায়

একুশে চব্বিশের মন্ত্র

শহিদ দিবসে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গুলি, খুন ২

কলকাতা, ২১ জুলাই : বিরোধী ঐক্যের সুর বাঁধতে চেয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর সেই ভাষণ চলাকালীন অনৈক্যের সুর ধরা পড়ল তাঁর দলেই। ভাষণ শোনাকে কেন্দ্র করে দলের দুই গোষ্ঠীর মারামারি এমন পর্যায়ে যায় যে, শুধু হাতাহাতি, মারামারি নয়, গুলিগোলাও চলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বুধবার রাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মৃতদের মধ্যে বছর ষাটের লক্ষ্মী বালা ছাড়াও ১৮ বছরের যুবক সঞ্জীব জানা আছেন। দুজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। তবে লক্ষ্মী বালা গুলিবিদ্ধও হয়েছিলেন। ঘটনাস্থলেই এই দুজনের মৃত্যু হয়। জখম হয়ে আরও অন্তত ৪ জন

উত্তপ্ত হাড়োয়া

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত ও আহত সবাই এলাকায় তৃণমূল সমর্থক বলে পরিচিত। ঘটনাটি বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানা এলাকার মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের।

ওই এলাকার মোহনপুর গ্রামে জায়েন্ট স্ক্রিনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ চলাকালীন ওই গণ্ডগোল শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে। হাতাহাতি, মারামারির পর শুরু হয় বোমাবাজি ও গুলি। ভাঙচুর করা হয় এলাকার বাড়ি ও দোকানপাট। মৃত লক্ষ্মী বালা ও সঞ্জীব জানা ছাড়াও আহত চারজনই গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

আহতদের হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়িতে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে গৌতম দেব সহ দার্জিলিং জেলার তৃণমূল নেতারা। ছবি : তপন দাস

পেগাসাসে লক্ষ্য নাভিশ্বাস

কলকাতা, ২১ জুলাই : আর একটি দিন নষ্ট করলে বিজেপিকে হটানোর লড়াইটায় দেরি হয়ে যাবে বলে বিরোধীদের যেন সতর্কই করে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী ঐক্য গঠনের ভিত্তিটাও উঠে এল তাঁর ভাষণে। 'পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা' পেগাসাস কেলেঙ্কারিই নরেন্দ্র মোদিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানোর বড় তির বলে মনে করিয়ে দিলেন মমতা।

এজন্য স্লোগানও বেঁধে দিলেন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায়। এর আগে রাজ্যস্তরে তাঁর 'খেলা হবে' স্লোগান জনপ্রিয় হয়েছিল। এবার জাতীয় স্তরেও খেলার আহ্বান জানিয়ে শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী স্লোগান বাঁধলেন, 'পেগাসাস ফেরোসাস, নরেন্দ্র মোদির নাভিশ্বাস।' ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সংসদে রোজ নাজেহাল অবস্থার মধ্যে মমতা যেন বোঝালেন, এই স্লোগানে 'এক ধাক্কা অউর দো'র পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বিরোধীরা জোট বাঁধলে।

সেই জোটবন্ধনের কাজে কাঠবিড়ালীর ভূমিকা পালন করলেও শারদ পাওয়ারের মতো দেশে বিরোধীদের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য নেতার হাতে যে তিনি ব্যাটনটা তুলে দিতে চান, সেই বার্তাও ছিল শহিদ দিবসের ভাষণে। ভার্চুয়াল ভাষণে কালীঘাটের মঞ্চ থেকে সর্বভারতীয় বিরোধী নেতাদের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আপনাদের সঙ্গে লড়াইয়ে থাকতে চাই। আপনারা যে আদেশ বা নির্দেশ দেবেন, তা মেনে আমি কাজ করব।'

দেশে বিরোধী জোট গঠনের ডাক দিয়ে মমতা বলেন, '২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন। আপনারা এখন থেকে পরিকল্পনা করুন। মাত্র আড়াই বছর বাকি। একটি দিনও নষ্ট করা যাবে না। আমাদের এককাট্টা হয়ে বিজেপির হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। যতদিন না বিজেপিকে দেশছাড়া করতে পারি, ততদিন আমাদের শান্তি নেই।'

নির্বাচনের আগে শেষবেলায় জোট গড়ে যে লাভ হবে না, তাও মমতা বারবার বিরোধী নেতাদের স্মরণ করিয়ে বলেন, 'আমি আগামী সপ্তাহে দিল্লি যাচ্ছি। এখন সংসদের অধিবেশন চলছে। বিরোধী নেতারা সকলেই সেখানে আছেন। অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। ২৭ থেকে ২৯ তারিখের মধ্যে আপনারা বৈঠক ডাকুন। আমি ওই বৈঠকে যোগ দেব। আমরা সবাই মিলে সেখানে আলোচনা করতে পারব।'

দ্রুত জোট গঠনের গুরুত্ব বোঝাতে তিনি বলেন, 'যত দিন নষ্ট হবে, ততই পরিস্থিতি খারাপ হবে। এখন ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।' নেতৃত্বের প্রশ্নে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী ঐক্য দানা বাঁধতে পারেনি। এরপর দশের পাতায়

পাওনা টাকা আনতে গিয়ে ব্যবসায়ী নিখোঁজ

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : আবার আরেকজন ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়ে গেলেন শিলিগুড়ি থেকে। বাড়ির সামনে পাওনাদারের থেকে টাকা আনতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছেন নৌকাঘাটের ফেরিঘাট ব্যবসায়ী তপন সাহা। নিখোঁজ হওয়ার পর ১১ দিন কেটে গেলেও এখনও তাঁর সন্ধান পায়নি নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। উপরন্তু নিখোঁজ ব্যবসায়ীর মায়ের অভিযোগের রিসিভ কপিও দিচ্ছে না পুলিশ।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় স্কুল মাঠ সংলগ্ন সুকান্তপল্লির বাসিন্দা তপনবাবু চন্দন পাল নামে পূর্বপরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা আনতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, ঘটনার পর থেকে রাতারাতি বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চম্পট দিয়েছেন চন্দন পাল। পাশাপাশি তপনবাবুর স্ত্রী শিউলি সাহা থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়ারি করে আর শ্বশুরবাড়ির দিকে আসেননি। তপনবাবুর মা গোপালী সাহার দাবি, চন্দন পাল মাঝেমধ্যেই বৌমাকে ঝাড়ফুঁক করতে আসতেন। তাই তাঁদের দুজনকেই সন্দেহভাজন বলে তিনি এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগও করেছেন। কিন্তু থানা থেকে রিসিভ কপি না দেওয়ায় ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গোপালীদেবী। তিনি বলেন, 'একমাত্র ছেলে নিখোঁজ। বৌমার আর কোনও খোঁজ নেই। চন্দনও রাতারাতি পালিয়েছে। পুলিশ সহযোগিতা করছে না। একবার শুধু বাড়িতে ঘুরে গিয়েছে।'

সুকান্তপল্লির বাসিন্দা তপন সাহা বংশপরম্পরায় নৌকাঘাটে ফেরিঘাটের ব্যবসা করেন। বাড়িতে বিধবা মা, স্ত্রী ও তিন পুত্র রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ত্রীর জোরাজুরিতে বছর চারেক আগে নিজের বাড়ি ছেড়ে তপনবাবু ভাড়াবাড়িতে যান।

এরপর দশের পাতায়

ময়দানে লাল-হলুদ তাঁবুর সামনে সমর্থকদের বিক্ষোভ। ছবি : ডি মণ্ডল

সমর্থকদের ক্ষোভে অগ্নিগর্ভ ইস্টবেঙ্গল

সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ জুলাই : হয় এসপার নয় ওসপার।

বুধবাসরীয় ময়দানে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ছবিটা একঅর্থে তাই। ক্লাব বনাম বিনিয়োগকারীর মধ্যে চুক্তিসমস্যায় ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল ভবিষ্যৎ আপাতত বিশবাঁও জলে। দুর্দশার ছবিটা ক্রমশ ক্ষোভের সঞ্চার করছিল লাল-হলুদ সমর্থকদের মনে। এদিন সেই বিদ্রোহ বিস্ফোরণের আকার নিল। আর তাতে স্পষ্ট হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের ক্লাবকর্তা বনাম সমর্থকদের বিরোধের ছবিটা।

২১ জুলাই ক্লাব তাঁবুর সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে, সেটা আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় স্পষ্ট করেছিল লাল-হলুদের চার ফ্যান ফোরাম। তাদের উদ্যোগে শামিল হয়েছিলেন বহু সমর্থক। বেলা গড়াতে না গড়াতেই লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে জনজোয়ার। 'গো ব্যাক নীতু' কিংবা 'সাইন অ্যান্ড রিজাইন' লেখা প্ল্যাকার্ডে তখন সরগরম ময়দানের বটতলা। শুধুমাত্র কলকাতা নয়, জেলা শহরগুলি থেকেও বহু সমর্থক এদিন যোগ দিয়েছিলেন সমর্থকদের বিক্ষোভে। তাঁদের প্রশ্নের আঙুল ক্লাবকর্তাদের দিকে। তাঁদের অভিযোগ, বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে কর্মকর্তারা ক্লাবের ফুটবল ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছেন।

ইস্টবেঙ্গলের ক্লাব গোষ্ঠী এবং বিক্ষুব্ধ সমর্থকদের সংঘাতের জল যে অনেকদূর গড়াতে পারে, তার আভাস আগেই ছিল। এরপর দশের পাতায়

নারদ নারদ

- আইএসএল না খেলায় ক্ষুব্ধ সমর্থকরা ইস্টবেঙ্গল তাঁবুর সামনে প্রতিবাদ জানাতে আসেন
- ক্লাবকর্তাদের ঘনিষ্ঠ কিছু সমর্থক পালটা রাস্তায় নামেন বিদ্রোহীদের আটকাতে
- দু'পক্ষের ঝামেলা সামলাতে নামে পুলিশ ও ঘোড়পুলিশ
- লাঠিচার্জে আহত হন বেশ কয়েকজন, গ্রেপ্তার ৪